

## বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ রূপান্তর করা হয়েছে ২০ হাজার ৫০০ স্কুল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের ২০ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষে রূপান্তর করা হয়েছে। সোমবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন এ কথা জানান।

মোতাহার হোসেন বলেন, ২০১৫ নাগাদ উৎসাহপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা দিতে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ প্রতিষ্ঠা করবে সরকার। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষের ফলে আর আগের মতো ব্র্যাকবোর্ডে লিখতে হবে না। ল্যাপটপ, মডেম ও প্রজেক্টর ব্যবহার করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জুনের মধ্যে প্রতি উপজেলার দুটি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর সরবরাহ করা হবে। এইসব প্রতিষ্ঠানের এক হাজার শিক্ষককে এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সোমবার বিভিন্ন স্থানে এক হাজার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে বলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়।

মোতাহার হোসেন বলেন, আগামী বছর আরও ১০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর সরবরাহ করা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পড়ার প্রত্যয়ে সরকার বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে



মাল্টিমিডিয়ার জন্য ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট মডেম সরবরাহের উদ্যোগ নেয়। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের ২০ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষে রূপান্তর করা হয়েছে। শিক্ষাবন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, গ্রাম-শহরের বৈষম্য না করে এ ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থা

চালু করা হচ্ছে। ফলে ছেলে-ছয়েকা এমন শিক্ষা পাবে যেন বিশ্বের যে কোন দেশের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সব উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দেয়া হয়েছে। আর সেখানেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ■ আইটি ডেস্ক